REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই শ্রাবণ বুধবার ১৩২৭, ইংরাজী 28th July 1920. | ৯ম সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠত্বই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বস্ত্র-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুধময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	।৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিণের অবস্থা অৰ্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবলমাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। ভাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি — প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুহং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২।০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

—০—

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

জঙ্গিপুরের বাজার।

—:০:—

ছিল একদিন যখন রঘুনথগঞ্জ জঙ্গিপুরের হাটে ৵০ দুই আনা পয়সা দিলে একটী বড় ইলিশ মৎস্য পাওয়া যাইত, ৫ পয়সায় /১ সের পটল মিলিত তা ছাড়া অন্যান্য তরীতরকারী সস্তার চুরান্ত ছিল। আজ ইলিশ মাছ দূরের কথা সামান্য চুনো মাছ ৷৵০ আনা সের পটল /১০ এমন কি ৵০ আনা সেরও কিনিতে হইতেছে। শাক উঁটা গুলিও নিক্তির তৌলে ওজন করিয়া বিক্রয় হইতেছে। কায় ক্লেশে দুটী অন্ন যোগাড় করিতে পারিলেও কিসের যোড়ে যে কোঁৎ করিবে তাহার উপায় নাই। অন্নবস্ত্রের দুর্ম্মূতাই সমস্ত দ্রব্য দুর্ম্মূল্য করিয়া ফেলিল। আর বোধ হয় সে দিন ফিরিয়া আসিবে না।

—:০:—

জ্বরের আবির্ভাব।

—:০:—

ম্যালেরিয়ায় মরসুম পড়িল আর কি। এখন হইতেই অনেকে জ্বরে পড়িতেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া বারমেসে রোগ হইয়া পড়িল। এদিকে সরকার এণ্টিমেলেরিয়াব ড্রেনে হুড়্ হুড়্ করিয়া টাকা খরচ করিতেছেন। আমাদের অদৃষ্টের ভোগ কে খণ্ডাইবে। সরকারের ত্রুটি নাই; ত্রুটি আমাদের নসীবের। "কপালং কপাং কপালং হি মূলম্"।

—০—

নিবেদন।

—:০:—

নিমতিতায় স্যানিটারি ডাক্তার বাবু রাধারমণ সিংহ মহাশয়ের বদলির জনরব শুনিয়া এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুর ভদ্রতা ও বদান্যতার কথা বহু-বিদিত। সাধারণের সহিত সদ্ব্যবহার এবং দরিদ্রের প্রতি দয়ার দ্বারা তিনি সবিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। পেশাদার ডাক্তার হইয়া, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া পরের ব্যায়রাম ভাল করিতে যায়, এমন লোক সচারচর দেখিতে পাওা যায় না। রাধারমন বাবু এইরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। এদেশে ম্যালেরিয়া দেবী ত বারমাসই সজাগ রাহয়াছেন, আবার—"গণ্ডস্যোপরি বিপ্‌ফোড়কং"—তাহায় উপর বসন্ত ঠাকুর আসিয়া মাঝে মাঝে আসর জাঁকাইয়া তুলতেছে। এদিকে দেশের লোক বেশীর ভাগই গরীব; এই অন্ন-বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে পীড়ার চিকিৎসা অনেকের কাছে বাস্তবিক একটা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব লোক রাধারমণ বাবুর বিনা ভিজিটে ব্যবস্থা এবং বিনামুল্যে ঔষধ পাইয়া যে তাঁহকে কি চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আর আমরা কি বলিব। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ সদয় হইয়া এমন দরিদ্র অথচ ব্যাধি-জর্জ্জরিত দেশের মস্তকে হঠাৎ রাধারমণ বাবুর বদলি রূপ লগুরাঘাত করিতে বিরত হইয়া জনসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

—০—

নির্ব্বাচকগণের তালিকা।

—:০:—

মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। ১১ই আগষ্ট বুধবার হইতে এই জেলার প্রাদেশিক ও ব্যবস্থাপক সভায় সদর ও মফঃস্বলের মুসলমান ও অমুসলমান নির্ব্বাচকগণের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হইবে।

সদস্য পদপ্রার্থাগণের মনের কথা।

(১)

সবিনয় নিবেদন—

আপনারা অবশ্য অবগত আছেন যে নূতন নিয়মানুসারে শীঘ্র বাঙ্গালা দেশে যে লাটসভা গঠিত হইবে মুর্শিদাবাদের পক্ষ হইতে সেই লাট সভায় একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন মুর্শিদাবাদের মুসলমান ভোটারগণ মুসলমান সভ্যকে নির্ব্বাচিত করিবেন ও হিন্দু-ভোটারগণ হিন্দু সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন।

আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধে মুর্শিদাবাদের হিন্দু ভোটারগণের পক্ষ হইতে আমি লাটসভার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছি।

আমি গত আঠার বৎসর আপনাদের কাজ করিয়া আসিতেছি। তার মধ্যে নয় বৎসর বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যানের কাজ করিয়াছি। গত ছয় বৎসর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ করিতেছি এবং সদর লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বর আছি। এই সকল কাজে আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে কখনও ত্রুটি করি নাই। এতদিন আপনাদের সাধারণের কাজ করিয়া আপনাদের কি দরকার তাহা আমি অনেক জানি।

যাহাতে আমাদের জেলার ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ কমে ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়, যাহাতে দেশের জলকষ্ট দূর হয় ও রাস্তাঘাটের সুবিধা হয় ও কৃষি, শিল্প ও সাধারণ শিক্ষার উন্নতি হয় আমি আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও ক্ষমতানুসারে তাহার চেষ্টা করিব। আর আপনারা সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমাকে যখন যাহা করিতে বলিবেন আমি যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিব।

আপনারা এতদিন আমাকে স্নেহ ও বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। ভরসা করি আমাকে আপনাদের ভোট দিয়া সেই স্নেহ ও বিশ্বাস রক্ষা করিবেন এবং আমিও আপনাদের সাধারণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। ইতি

নিবেদক

শ্রীরমণীমোহন সেন।

জমিদার ভ্রাতাগণের প্রতি।

(২)

অধুনা বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইতেছে যে বঙ্গদেশের জমিদারগণ প্রজাদের হিতকারী নহেন, তাঁহারা অযথা জুলুম করিতেছেন। কোন কোন স্থানে এমন পর্য্যন্ত কথা উত্থাপিত হইয়াছে যে জমিদার থাকার প্রয়োজন নাই। জমি রাজার, জমিদার কে? প্রজারা চায় করে তাহার খাজনা রাজা লইতে পারেন জমিদার কিছু না করিয়া কেবল মধ্য হইতে লাভ খাইবেন কেন? এ সম্বন্ধে জমিদারদের পক্ষেও বলিবার ওনেক কথা আছে। যদি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাইবে যে অধিকাংশই স্থানেই গ্রাম্য স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি জমিদারদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন জমিদার হয়ন নিজ গ্রামে থাকেন না এবং কর্ম্মচারীর হাতেই সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত। তাই বলিয়া সকল জমিদারের অপযশ করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে বহু স্থানে ও বহু সময়ে বিপন্ন প্রজাগণ জমিদার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই সব আন্দোলনের ভলে স্থানে স্থানে অন্যের অযথা উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া প্রজাগণ নানাপ্রকার সভা সমিতি করিয়া দল বাঁধিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় এক্ষণে আর জমিদারগণের নীরব থাকা উচিত নয়; তাঁহাদের নিজেদের পক্ষের কথা সাধারণকে জ্ঞাত করা আবশ্যক ও সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা বিধেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের অভিযোগ যথাযথভাবে জমিদারদের কর্ণগোচর হয় না আবার কোথাও বা জমিদারের সদুপদেশ প্রজারা গ্রাহ্য করেন না। এ সব সম্বন্ধে সত্বর একটী ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি জমিদারগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য মাননীয় কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটী সভা আহুত হইয়াছিল ক্রমে সভার কার্য্যাবলী জমিদারগণের নিকট উপস্থিত করা হইবে। এক্ষণে আর একটী কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণকে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়া আসিতে ছিলেন কিন্তু এই যে নূতন "রিফরম্ স্কীম" হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারগণের স্থান পূর্ব্ববৎ থাকায় অধিকাংশ জমিদারগণের মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে। তাই বাঙ্গলার হিন্দু, মুসলমান সমগ্র জমিদার বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জমিদারগণের চিন্তার সময় হইয়াছে। আমার মনে হয় যে উক্ত লাট সভায় (Council এ) যাহাতে জমিদারগণের স্বার্থরক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক জমিদার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে এক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপে লাট সভায় সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। জমিদারগণের কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ সভ্যস্থানীয় কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত জমিদার হয়েন তাহার উপায় করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকল জমিদার যদি একযোগে একমত হইয়া প্রতিবারে এক এক জন জমিদার নির্ব্বাচিত করাইবার চেষ্টা করেন তবে ভাল হয়। ইহার আর একটী ফল হইবে যে জমিদারদের মধ্যে মেম্বর হওয়া লইয়া কোন মনান্তর হয় না। এই ব্যাপারে জমিদার ভ্রাতাগণের কিরূপ ক্ষমতা এবং তাঁহারা কি চান সে সম্বন্ধে কাশিমবাজারের মহারাজা কর্ত্তৃক আহুত পরবর্ত্তী সভায় উপস্থিত হইয়া মৌখিক বা পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলে সুখী হইব। আমি ইহাও আশা করি যদি কোন জমিদার উল্লিখিত লাট সভায় সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়েন তবে তিনি যেন প্রজাদের মঙ্গল ও অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি।

স্বাক্ষর শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ

নেহালিয়া।

—:০:—

প্রজার দুঃখের কাহিনা।

—:০:—

আমাদিগের দেশে চাষের দিন দিন অবনতি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে চাষ আরম্ভ করিয়া যাহাতে নানা প্রকার সার প্রয়োগে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা দেখাইতেছেন এবং উক্তরূপ ভাবে চাষাবাদ করিতে উপদেশ দিতেছেন ইহাতে আমাদের দেশের চাষাদের উন্নতির কোন আশা নাই। চাষাদের মূলোচ্ছেদ জমিদারগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, যত দিন আমাদের দেশের খারিজ দাখিলের যে আইন গবর্ণমেণ্ট পাশ করিয়াছেন তাহা রদ না হইবে ততদিন চাষিদের প্রতুল নাই। চাষারা অর্থহীন গরীব, সময়ে অর্থব্যয় করিয়া চাষাবাদ করিবার সামর্থ্য নাই একারণ দরকার হইলে জমি বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া চাষাদের খরচ চালাইত এখন তাহার উপায় নাই। তাহার কারণ খারিজ দাখিল ও উচ্ছেদের আইন।

জমিদারগণ একটী একটী বড় মহালে ৩৲। ৪৲ টাকা বেতনের গোমস্তা নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ৩৲। ৪৲ টাকা বেতনের গোমস্তাগিরি কার্য্য লইতে সদরের আমলাগণ খরচ ৩০০৲। ৪০০৲ দিতে হয়। গোমস্তা মহাশয় চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রজার নিকট উক্ত ৩০০৲। ৪০০৲ টাকা ২।১ মাসের মধ্যেই তুলিয়া লইলেন; এবং ৩৲। ৪৲ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া বাৎসরিক দেড় হাজার টাকার উপর উপায় করেন। এ সকল টাকা প্রজার রক্ত শোষন করিয়া লইয়া থাকেন। জমিদারগণের জানিত কোল কোন মহালে খাজনা সেওয়ায় হিসাবানা পার্ব্বনী বলিয়া টাকায় ৵০, ৵০, ।০ আনা খরচা আদায় করিয়া থাকেন, ইহা সেওয়ায় জমিদার মহাশয়ের বাড়ীর আমলা মহাশয়ের বাড়ীর বিবাহ অন্নপ্রাশন আদির ভিক্ষাও দিতে হয়। এই সকল খরচাদি দিতে হইলে প্রজার অবস্থার উন্নতি কি করিয়া হইবে? জমিদারগণ জমিদারী স্বত্ব বিক্রয় করিলে গবর্ণমেণ্ট Land lord tee লইয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দেন কিন্তু প্রজার নাম পরিবর্ত্তন সময় জমিদারগণ টাকার ।০, ।৵০, ॥০ আনা লইয়া নাম পরিবর্ত্তন করিবেন অথবা উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। এ আইন কেন পাশ হইল আমি জানিনা। এ সকলের মূল Legislative Council এর মেম্বরগণ। তাঁহারা সকলেই বড়লোক ও জমিদার। এ বৎসর পুনরায় মেম্বর হইবে বিবেচনা করিয়া ভোট দিবেন।

এখন আবার কথায় কথায় জমিদার মহাশয়গণ খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন এবং খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিতেছেন। খাজনা বৃদ্ধির কারণ দেখাইতেছে যে "জমির উর্ব্বরতা শক্তি ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব খাজনা বৃদ্ধি পাইতে হবদার।" জমিদার মহাশয়গণ কি খরচ করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন? জমিদার মহাশয়গণের অনুগ্রহে যে সকল সাবেক পুরাতন পুষ্করিনী ছিল তাহাতে জল সেচন দ্বারা অনেক ফসল রক্ষা হইত জমিদার মহাশয়গণ এক্ষণে তাহার পঙ্কোদ্ধার করা দূরে থাকুক ঐ সকল পুষ্করিনী ভরাট হইলে তাহা আবাদি জমিরূপে বহুটাকা নজর লইয়া বন্দোবস্ত করিতেছেন। মূল কথা জমিদারগণ কখনও প্রজার সুবিধা জনক জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি বা জমি আবাদের সুবিধা জনক কোন কার্য্য করেন না। ফসলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া জমিদারগণের চক্ষুশূল হইয়াছে। বাস্তবিক ফসলের মূল্য বৃদ্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে চাষির ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই কেননা পূর্ব্বে পাইট মজুর /১০ দেড়আনা হিসাবে ছিল এক্ষণে সেই স্থলে ॥০, ১৲ পাইট মজুর হইয়াছে লাঙ্গল ২ দুখানি টাকায় তাহাও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ১/০ জমি আবাদ করিতে যে টাকা খরচ হইত এক্ষণে সেই ১/০ জমি আবাদ করিতে তাহার চতুর্গুণ পঞ্চগুণ খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে, এস্থলে চাষীদিগের ফসমের মূল্য কিরূপে বৃদ্ধি হইল? এবং জমিদারগরর্ণমেণ্টের নিকট পূর্ব্ব বন্দোবস্তের পর আবকি কিছু বৃদ্ধি দিয়াছেন? কোন জমিদার মহাশয়ের মহালে গোচর রাখেন নাই, সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইহাতে ক্রমে খাদ্য অভাবে গরুর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে ইহাও চাষের অবনতির একটী কারণ।

শ্রীহৃষিকেশ অধিকারী
মুর্শিদাবাদ জেলার এগ্রিকালচারের জনৈক মেম্বর

সম্পত্তি বিক্রয়।

কাঞ্চনতলা এষ্টেটের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি বহরমপুর সবজজ আদালতের আদেশানুসারে অতি সত্বর বিক্রয় হইবে, যাঁহারা খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আগামি ৬ই ভাদ্র মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

জমিদারী সম্পত্তি।

১। তুমকা কাঃ তৌজি ১২৭ নং—তরফ বিনোদপুর গোয়ালখোর রঃ ।০ চারি আনা।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজ ১৩২ নং—বাদবেলিয়া তেকুপাড়া রঃ ৵৬॥= ক্রান্তি এবং ঐ মহাল পত্তনিস্বত্ব রঃ ।১৬৵= ক্রান্তি।

৩। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৭২৭—২৭৩৩ নং—বাজেয়াপ্তী মমরেজপুর রঃ ।৶১২॥৫। ২৭২৮। ২৯। ৩০ রঃ ১৲ ষোল আনা।

পুত্তনী সম্পত্তি।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৬৩ নং—তরফ চাঁচলিকুলড়া রঃ ॥০ আট আনা।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৫৭ নং—কিং মোলাইন রঃ ।/২৸/১৫ তিল।

৩। মুর্শিবাবাদ কাঃ তৌজি ৭৭০ নং—তরফ শিবপুর রঃ ॥৫ আট আনা পাঁচ গণ্ডা।

৪। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ১৯৯ নং—জলকর পোনা নদী রঃ ১৲ ষোল আনা।

দরপত্তনি সম্পত্তি।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ৪৮৯ নং—কিঃ চাঁচলীকুলড়া রঃ ॥০ আট আনা।

সিকমি তালুক।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৭২৬ নং—পরাণপাড়া সামীল সিকমী তলুক হায়।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ১৭৩—১৭৬ নং—মৌজে লক্ষ্মণপুর—মৌজে বাজুবাটী

জোত সম্পত্তি।

১। কামাত আঁকুড়া। ২। কামাত চৌকা। ৩। কামাত নন্তরটি চাঁদপুর। ৪। কিঃ মোলাইন মধ্যে জোত ৫। আরজি সাত ভেয়ে। ৬। চরি অনন্তপুর মধ্যে জোত ৭। দুইশত ঘিঘি জোত। ৮। গাস্তারা মধ্যে জোত। ৯। লোকাইপুর মধ্যে জোত। ১০। বাইদ্যা মধ্যে জোত ১১। মালঞ্চা মধ্যে জোত। ১২। বড়শীমূল মধ্যে জোত ১৩। পাইকর পার্ব্বতীপুর মধ্যে জোত। ১৪। পাইকর পার্ব্বতীপুর সামিল লাখেরাজ। ১৫। রামগঞ্জ জোত। ১৬। আতাপুর পুরুলীয়া মধ্যে জোত। ১৭। বিজয়পুর মধ্যে জোত। ১৮। বিজয়পুর সামিল লাখেরাজ। ১৯। মহাদেবনগর সামীল জোত পত্তনীর মধ্যে জোতসমূহ।

পাকা বাড়ী তলস্থ ভুমিসহ।

২। বহরমপুরের বাসাবাটী।
২। রঘুনাথগঞ্জের বাসাবাটী।
৩। কাঞ্চনতলার কামরা বাটী।

কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।
২৮—৭—২০

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়।
কমন্ ম্যানেজার এবং পার্টিসন কমিশনার, কাঞ্চনতলা এষ্টেট

—০—

নিলামের ইস্তাহার

—:০:—

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নিলামের দিন ১৬ই আগষ্ট ১৯২০।

৩১৫ মনি ডিঃ ছোগমল সেরাওগী দেঃ গোপালচন্দ্র ঘোষ দাবি দেওয়া নাই পং রুকুনপুর মৌঃ কালিরাই /১৷৷০ কাত ৸০ আঃ মুঃ ৭০৲ তদুপরিস্থিত পোক্তাঘর মায় ইট কাট তীর বরগা ও তলস্থ জমি। ২। ঐ মৌজাদি মধ্যে ।৪৷৷০ কাঠা তদুপরিস্থিত পোক্তা ঘর তীর বরগা ইট কাঠ চৌকাট কপাট ইত্যাদি। ৩। ঐ মৌজাদি মধ্যে ।৪৷৷০ কাঠা আঃ মুঃ ১০৲

—০—

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জমাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবা রজন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

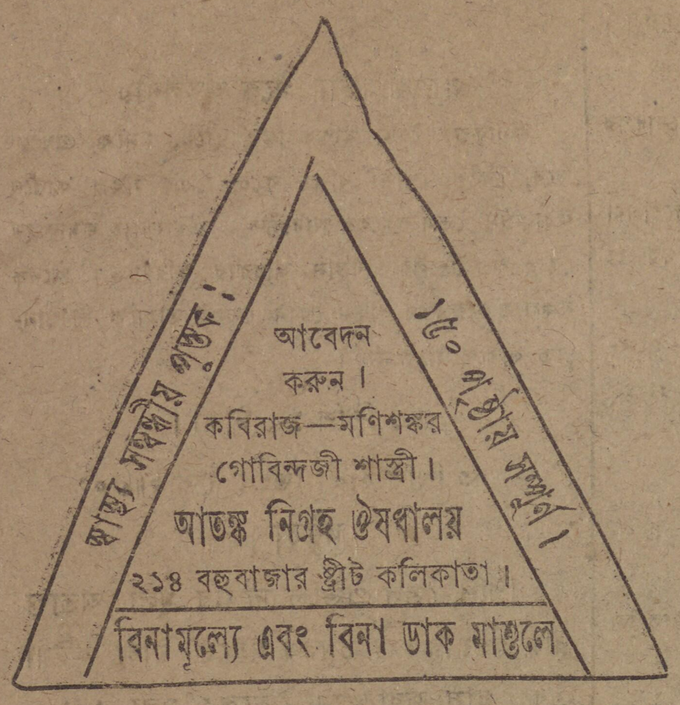

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!
১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৷৵৹ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ